49023 - দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ কী কী?

প্রশ্ন

দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ কী কী? প্রত্যেকটি স্তরের অবস্থাসমূহ কী? ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের মধ্যকার পার্থক্য কী? ইহসানের ক্ষেত্রে মুহসিনদের স্তর কীরূপ?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। প্রত্যেক স্তরের নির্দিষ্ট অর্থ ও স্তম্ভ রয়েছে যার বিবরণ বিস্তারিত উত্তরে আছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। প্রত্যেক স্তরের অর্থ রয়েছে এবং স্তম্ভ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ইসলাম

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ: আত্মসমর্পণ করা ও অবনত হওয়া।

শরয়ী অর্থ: ব্যবহারভেদে এর অর্থ বিভিন্ন হয়। এর দুটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: ইসলাম শব্দকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত না করে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে গোটা দ্বীন বা ধর্ম। অর্থাৎ দ্বীনের সকল মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা। এর মধ্যে সকল প্রকার বিশ্বাস, কথা ও কাজ শামিল থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।”[সূরা আলে-ইমরান: ১৯]

তিনি আরো বলেন:

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنا

“ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়েদা: ৩]

এছাড়াও তিনি বলেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

“কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার থেকে সেটি কখনো গ্রহণ করা হবে না।”[সূরা আলে-ইমরান: ৮৫]

তাই কিছু আলেম ইসলামের সংজ্ঞায় বলেছেন: ইসলাম হলো— তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি নত হওয়া এবং শির্ক ও শির্ককারী থেকে (নিজেকে) মুক্ত ঘোষণা করা।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইসলাম শব্দটিকে ঈমানের সাথে একত্রে ব্যবহার করা। তখন ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বাহ্যিক কথাবার্তা ও কাজকর্ম। যেমন, আল্লাহর বাণী:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

“বেদুঈনরা বলল: ‘আমরা ঈমান এনেছি।’ বলে দাও, তোমরা ঈমান আনোনি (তাই ঈমান এনেছি না বলে) বরং বলো, ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।’ ঈমান তোমাদের অন্তরে এখনো প্রবেশ করেনি।”[সূরা হুজুরাত: ১৪]

সহীহ বুখারী (২৭) ও মুসলিম (১৫০)-এ সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে বসে ছিলেন। সাদ বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পছন্দের ছিল। তাই আমি আরয করলাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি।’ তিনি বললেন: “নাকি মুসলিম?” তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম: ‘আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি।’ তিনি বললেন: ‘নাকি মুসলিম?’ তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আবার বললাম: ‘আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি।’ তিনি বললেন: ‘নাকি মুসলিম? সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে যেন অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না করেন।”

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে বললেন: ‘অমুককে আপনি কেন দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে

মুমনি বলইে জানি।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বক্তব্য: ‘নাকি মুসলমি?’ এ কথার উদ্দশ্যে হচ্ছে “তুমি তার ঈমান দখেনি; বরং বাহ্যকি আমল দয়িে তার ইসলাম সম্পর্কে জানতে পরেছে।”

দ্বতিীয় স্তর: ঈমান

ঈমানরে আভধিানকি অর্থ হচ্ছে— এমন বশ্বিাস যা গ্রহণ করা ও আনুগত্য করাকে আবশ্যক করে।

শরয়ী অর্থ: ব্যবহারভদেে এর অর্থ বভিন্নি রকম হয়ে থাকে। এর দুটি অবস্থা রয়ছে:

প্রথম অবস্থা: 'ইসলাম' শব্দরে সাথে একত্রতি না করে এককভাবে ব্যবহৃত হওয়া। তখন এর দ্বারা উদ্দশ্যে হয় গোটা ইসলাম ধর্ম। যমেন আল্লাহ তাআলা বলনে:

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

“আল্লাহ ঈমানদারদরে অভভিাবক। তনিি তাদরেকে অন্ধকার থকেে বরে করে আলোতে নয়িে আসনে।”[সূরা বাকারা: ২৫৭]

তনিি আরো বলনে:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين

“আর তোমেরা যদি (যথার্থ) ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহর উপরই আস্থা রাখো।”[সূরা মায়দো: ২৩]

এ অর্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “জান্নাতে মুমনিরা ছাড়া কউে প্রবশে করবে না।”[হাদীসটি মুসলমি (১১৪) বর্ণনা করনে]

সে কারণে সালাফগণ ইজমা করছেনে যে, ঈমান হলো— অন্তররে বশ্বিাস (এর মধ্যে অন্তররে আমলসমূহ প্রবশে করব); মুখরে স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমল। ঈমান আনুগত্যরে মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়।”

এ কারণইে যে ব্যক্তি সমগ্র দ্বীনকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ধারণ করে আল্লাহ ঈমানকে তার মাঝে সীমাবদ্ধ করছেনে। তনিি বলনে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“মুমনি তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচতি হলে যাদরে অন্তরে ভীতরি সঞ্চার হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তলোওয়াত করা

হলে যাদরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদরে প্রভুর উপরই ভরসা করে। (মুমনি তারাই) যারা নামায সুসম্পন্ন করে এবং আমি তাদরেকে যা দান করছেি তা থকেে (সৎকাজে) ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যকিার মুমনি। তাদরে জন্য তাদরে প্রভুর কাছে রয়ছেে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবকি।"[সূরা আনফাল: ২-৪]

আল্লাহ তাআলা ঈমানকে এই সমস্ত কছিু (আমল) দয়িে ব্যাখ্যা করছেনে। তনিি বলনে:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পুন্য এটা নয় য, তোমরা পূর্ব দকিে ও পশ্চমি দকিে মুখ ফরিাবে। বরঞ্চ পুন্য হচ্ছে (তাদরে পুন্য) যারা ঈমান এনছে— আল্লাহর প্রতি, পরকালরে প্রতি, ফরেশেতাদরে প্রতি, কতিাবরে প্রতি ও নবীগণরে প্রতি এবং সম্পদরে প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বওে সম্পদ দান করছে— আত্মীয়-স্বজনকে, এতমি-মসিকীনকে, মুসাফরিকে, ভক্ষিুককে ও দাস মুক্ততিে এবং নামায আদায় করছে ও যাকাত প্রদান করছে এবং যারা অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূরণকারী এবং প্রশংসা করছি তাদরে যারা অভাব-অনটনে, রোগ-বমিারে ও তীব্র যুদ্ধকালে ধর্যৈধারণকারী।"

এই সমস্ত গুণ উল্লখে করার পর আল্লাহ বললনে: "এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে মুত্তাকী।"[সূরা বাকারা: ১৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আব্দুল কাইস গোত্ররে প্রতনিধিি দলরে কাছে ঈমানকে এসব আমল দয়িে ব্যাখ্যা করছেনে। সহহি বুখারী (৫৩) ও মুসলমি (১৭)-এ বর্ণতি, তনিি বলনে: "আমি তোমাদরেকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নর্দিশে দচ্ছি। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বলল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জাননে। তনিি বললনে: এই সাক্ষ্য প্রদান করা য তনিি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নইে; আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা রাখা ও গনীমত থকেে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে নয়িতে রোযা রাখাকে ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত উল্লখে করছেনে। একইভাবে কদররে রাতে ইবাদত করা, আমানত ফরিয়িে দওেয়া, জহিাদ করা, হজ্জ করা, জানাযার পছেনে চলা ইত্যাদি আমলকে তনিি ঈমানরে অন্তর্গত বলে উল্লখে করছেনে। সহহি বুখারী (৯) ও মুসলমিে (৩৫) রয়ছেে: "ঈমানরে সত্তরটরি বশেি শাখা-প্রশাখা রয়ছেে। সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বনম্নি শাখা হচ্ছে— রাস্তা থকেে অনষ্টি বস্তু দূর করা।" এ প্রসঙ্গে বর্ণতি আয়াত ও হাদীসরে সংখ্যা অনকে যা উল্লখে করলে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

দ্বতিীয় অবস্থা: ঈমানকে ইসলামরে সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা। এ অবস্থায় ঈমান দ্বারা অভ্যন্তরীণ বশি্বাসগুলো উদ্দশ্যে। যমেনভিাবে জবিরীলরে হাদীসে কংিবা এর সমার্থক হাদীসে বর্ণতি হয়ছেে। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জানাযায় দোয়া করতে গিয়ে যেমনভাবে বলছেন: "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন তাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন। আর যাকে আপনি মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিন।"[হাদীসটি তিরমিযী (১০২৪) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। শাইখ আলবানী সহীহু সুনানতি তিরমিযী (১/২৯৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করছেন] কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা জীবিত অবস্থায় সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর সময় অন্তরের কথা ও অন্তরের আমল ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য

সারকথা হচ্ছে— ইসলাম ও ঈমান দুটিকে যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন এই দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং তখন উভয়টি স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র দ্বীন ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি শব্দদ্বয় দ্বারা আলাদা আলাদা অর্থ করা উদ্দেশ্য হয় তখন পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পার্থক্য করতে হবে (ইসলাম: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশমান বাহ্যিক বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। আর ঈমান অন্তরের গোপনীয় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।) জিবরীলের হাদীসও এটাই প্রমাণ করে। হাদীসটি মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থে (৮) সংকলন করছেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: একবার আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোন চিহ্নও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাঁকে চিনিও না। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসলো। সে তাঁর হাঁটুদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তাঁর (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো এবং বললো, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'ইসলাম হচ্ছে— তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের রোযা পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে তাহলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।' সে বললো: 'আপনি সত্যই বলেছেন।' বর্ণনাকারী (উমার) বলেন, আমরা তাঁর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বললো: 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর প্রেরিত নবীদের প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং ঈমান আনবে ভালো তাকদীর ও মন্দ তাকদীরের প্রতিও।' সে বললো: 'আপনি সত্য বলেছেন।' এবার সে বললো: 'আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'ইহসান' হলো— তুমি এভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছো। যদি তাঁকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।' এবার সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে কিয়ামাত সম্বন্ধে বলুন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু

জানে না।' অতঃপর সে বললো: 'তাহলে আমাকে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন বলুন।' তিনি বললেন, 'দাসী তাঁর মনিবকে প্রসব করবে এবং (এককালের) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরীর রাখালদের বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।' বর্ণনাকারী (উমর) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলো। আমি বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: 'হে 'উমার! তুমি কি জানো, এ প্রশ্নকারী কে?' আমি বললাম: 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তিনি জিবিরীল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।'

তৃতীয় স্তর: ইহসান

ইহসান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— কোনো কাজ নিখুঁত, যথাযথ ও একনিষ্ঠতার সাথে করা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যবহার অনুসারে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এর দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ইসলাম ও ঈমান এই দুটির কোনোটির সাথে সংযুক্ত না হয়ে এককভাবে ব্যবহৃত হওয়া। তখন সমগ্র দ্বীন উদ্দেশ্য হবে; যেমনটি ইসলাম ও ঈমানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা: এই দুটির সাথে একত্রে কিংবা কোন একটির সাথে একত্রে ব্যবহৃত হওয়া। তখন এর অর্থ হবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে সুন্দর করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহসানের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা তিনি ছাড়া আর কোনো মানুষ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম নয়। কেননা তাকে স্বল্পভাষ্যে ব্যাপক ভাব প্রকাশের তৌফিক প্রদান করা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইহসান হচ্ছে: তুমি এভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছো। যদি তাকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।' আর এটি দ্বীনের সর্বোচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এই ইহসানের অধিকারী ব্যক্তিরাই কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তরভুক্ত।

ইহসানের ক্ষেত্রে মুহসিনদের স্তর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে ইহসানের স্তর দুটি। ইহসানের ক্ষেত্রে মুহসিনদের দুটি স্তরের দ্বারা তারতম্য হয়ে থাকে:

প্রথম ও উচ্চতর স্তর: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আলেমদের কেউ কেউ এই স্তরের নাম দিয়েছেন 'মুশাহাদাহ' তথা দর্শনের স্তর। এ স্তরে বান্দা এমনভাবে আমল করবে যেন সে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখছে। ফলে তার অন্তর ঈমানে আলোকিত হবে। এমনকি গায়বে পরিণত হবে চাক্ষুষ বিষয়ের মতো। যে ব্যক্তি

এই অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে যে সে আল্লাহর নিকটে আছে, তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তার সামনে উপস্থিতি আছে, যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে; এই অনুভূতি তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি, শঙ্কা, সংকোচ ও সম্মানবোধে আবশ্যক করবে।

দ্বিতীয় স্তর: ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার স্তর। এটি হচ্ছে বান্দা এভাবে আমল করবে যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার কাছে আছেন। বান্দা যদি আমলের ক্ষেত্রে এমনটি অনুভব করে এবং এ অনুযায়ী আমল করে তাহলে সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ। কারণ আমলের ক্ষেত্রে তার এই মনোযোগ তাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে ফিরে তাকাতে কিংবা অন্য কারো উদ্দেশ্যে আমল করতে তাকে বাধা দেয়। বান্দা যদি এই স্তরে পৌঁছতে পারে, তাহলে তার জন্য প্রথম স্তরে পৌঁছানো সহজ। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমটির কারণ হিসেবে এটি উল্লেখ করে বলেন: 'তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন'– এমনটি অনুভব করো। কিছু বর্ণনায় শব্দটি এ রকম: 'তুমি যদি তাকে না দেখে থাকো তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখছেন।' বান্দা যদি ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে আল্লাহ তাকে দেখতে পাচ্ছেন, তার প্রকাশ্য-গোপনীয় বিষয়গুলো জানছেন, তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়গুলো অবহিত হচ্ছেন, তাঁর কাছে বান্দার কোনো বিষয়ই গোপনীয় নয়, তখন তার জন্য দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া সহজ হয়। আর সেটি হচ্ছে বান্দা সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সাহচর্য অনুভব করা; যেন বান্দা আল্লাহকেই দেখতে পাচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর বিপুল অনুগ্রহ থেকে কিছু কামনা করছি।

আরো জানতে (219), (14055) ও (208110) নং প্রশ্নোত্তরগুলো দেখুন।

সূত্র: শাইখ হাফেয আল-হাকামীর 'মাআরেজুল কুবুল' (২/২০-৩৩, ৩২৬-৩২৮), ইবনে উছাইমীনের 'আল-মাজমুউস সামীন' (১/৪৯, ৫৩) এবং ইবনে রজব হাম্বলীর 'জামেউল উলূমি ওয়াল হিকাম' (১/১০৬)।